পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)

১৭শ সংখ্যা, পবিত্রারোপণ একাদশী, ৩রা আগস্ট, ২০১৭।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারা সেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

Founder Acarya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

নির্বাচিত শ্লোকাবলীর ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য

নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের ফল –

শ্রীমদ্ভাগবত ১.২.১৮

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥

অনুবাদ – নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করলে এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করলে হৃদয়ের সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় এবং তখন উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাৎপর্য – আত্মোপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ হৃদয়ের সমস্ত অশুভ প্রবৃত্তিগুলি নির্মল করার উপায় এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এই উপায়টি হচ্ছে ভাগবতের সঙ্গ করা। দু'রকমের ভাগবত রয়েছেন; যথা-গ্রন্থ-ভাগবত এবং ভক্ত-ভাগবত। এই উভয় ভাগবতই হচ্ছেন ভবরোগ নিরাময়ের উপযুক্ত উপায় এবং তাতে উভয়ের অথবা একজনের শরণাগত হলেই সব রকমের প্রতিবন্ধক বিদূরিত হয়। ভক্ত-ভাগবত গ্রন্থ-ভাগবতের মতোই মঙ্গলপ্রদ, কেননা ভক্ত-ভাগবত গ্রন্থ-ভাগবতের নির্দেশ অনুসারেই তাঁর জীবনকে পরিচালনা করেন এবং গ্রন্থ-ভাগবত পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্ত বা ভাগবতদের তথ্যে পূর্ণ। গ্রন্থ-ভাগবত এবং ভক্ত-ভাগবতে অভেদ সম্বন্ধ রয়েছে।

ভক্ত-ভাগবত হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। তাই ভক্ত-ভাগবতের সন্তুষ্টি-বিধানের ফলেই গ্রন্থ-ভাগবতের কৃপা লাভ হয়। ভক্ত-ভাগবত অথবা গ্রন্থ-ভাগবতের সেবা করা ফলে যে কিভাবে ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতি লাভ করা যায়; তা যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য এবং শ্রীল নারদ মুনি, যিনি তাঁর পূর্ব জীবনে ছিলেন একজন দাসীর পুত্র, তা বিশ্লেষণ করেছেন। নারদ মুনির পূর্ব জীবনে তাঁর মাতা ছিলেন একজন দাসী এবং তিনি কয়েকজন ঋষির সেবায় যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর ফলে নারদ মুনিও সেই ঋষিদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গ প্রভাবে এবং তাঁদের উচ্ছিষ্ট আহার করার ফলে, দাসী-পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি পরবর্তী জীবনে ভগবৎ-পার্ষদ মহাভক্ত শ্রীল নারদ মুনিতে পরিণত হন। এমনই হচ্ছে ভাগবত-সঙ্গের অলৌকিক প্রভাব। এই প্রভাব সম্বন্ধে ব্যবহারিকভাবে অবগত হতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ভাগবত-সঙ্গ করার ফলে অনায়াসে দিব্য জ্ঞান লাভ হয় এবং যার ফলে জীব পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় সুদৃঢ়ভাবে যুক্ত হন। ভাগবতের তত্ত্বাবধানে ভগবদ্ভক্তির পথে যতই উন্নতি লাভ হয়, ভক্ত ততই পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। তাই গ্রন্থ-ভাগবতের বাণী ভক্ত-ভাগবতের কাছ থেকেই গ্রহণ করতে হয় এবং এই দুই ভাগবতের সমন্বয়ের ফলে নবীন ভক্ত প্রভূতভাবে লাভবান হয়ে ভক্তিমার্গে ক্রমোন্নতি লাভ করেন।

বর্ণাশ্রম ধর্মের চরম ফল - শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান –

শ্রীমদ্ভাগবত ১.২.১৩

অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥

অনুবাদ – হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, স্বীয় প্রবণতা অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার মাধ্যমে পরমেশ্বরর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি-বিধান করাই হচ্ছে স্ব-ধর্মের চরম ফল।

তাৎপর্য – সারা পৃথিবীর মানব সমাজ চারটি বর্ণ এবং জীবনের চারটি আশ্রমে বিভক্ত। চারটি বর্ণ হচ্ছে-বুদ্ধিমান শ্রেণী, সৈনিক, ব্যবসায়ী এবং শ্রমিক। এই শ্রেণী বিভাগগুলি গুণ এবং কর্ম অনুসারে হয়ে থাকে, জন্ম অনুসারে নয়। তারপর জীবনেরও আবার চারটি স্তর রয়েছে, যথা-জ্ঞান আহরণের স্তর, গার্হস্থ্য জীবনের স্তর, অবসর-প্রাপ্ত জীবন এবং ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্বক পারমার্থিক জীবন। মানব সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ হিত-সাধনের জন্য জীবনের এই বিভাগগুলি অপরিহার্য, তা না হলে কোন সমাজ-ব্যবস্থাই সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানই পূর্বোল্লিখিত বিভাগগুলির উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। মানব সমাজের এই বৃত্তি-বিভাগকে বলা হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম, যা হচ্ছে সভ্য জীবন যাপনের স্বাভাবিক পন্থা। বর্ণাশ্রম বিভাগের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম-তত্ত্বকে জানা। এক শ্রেণীর লোকদের অপর শ্রেণীর লোকদের ওপর কৃত্রিমভাবে আধিপত্য করার জন্য এই বর্ণাশ্রম পন্থাকে নিম্নতর শ্রেণীর লোকদের উপর আধিপত্য করার জন্য অসৎভাবে ব্যবহার করে। কলিযুগে এই কৃত্রিম আধিপত্যের প্রভাব চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বিচক্ষণ মানুষেরা ভালভাবেই জানেন যে, এই বর্ণ এবং আশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞানের উন্নত চিন্তাধারার বিকাশ সাধন করা। এর মাধ্যমে সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়; এ ছাড়া এই বর্ণাশ্রম প্রথার আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীবনের চরম উদ্দেশ্য অথবা বর্ণাশ্রম ধর্মের চরম ফল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা করা। সে কথা ভগবদ্গীতাতেও (৪/১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

কৃষ্ণ কৃপাশ্রীমূর্তি এ.সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

ভগবদগীতা – ৯ই মার্চ, ১৯৬৬, নিউইয়র্ক।

প্রভুপাদঃ হ্যাঁ।

স্ত্রীলোক : কোন অধ্যায়?

প্রভুপাদ: একই অধ্যায়।

স্ত্রীলোক : দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রভুপাদ: এখন, পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে যে, মায়াবাদী দার্শনিকগণ, তারা বলে যে, "যেহেতু আমি এখন অজ্ঞানতার দ্বারা আছাদিত, সেহেতু আমি সতন্ত্র জীবসত্ত্বাকে দর্শন করি।"

স্ত্রীলোক: এটি কি একটি মুখ্য দাবি? (?)

প্রভুপাদ: হ্যাঁ। আমার.......এই সতন্ত্র অভিজ্ঞতা যে, আপনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত অমুক, শ্রীমান অমুক, আপনি শ্রীমতি অমুক, এই সতন্ত্র অভিজ্ঞতা আমার অজ্ঞানতা জনিত এবং সাধারণভাবে, তারা একটি ব্যাধির দৃষ্টান্ত প্রদান করে। আমি মনে করি এটিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় দৃষ্টিক্ষীণতা বলে। দৃষ্টিক্ষীনতা অর্থ তারা এই চাঁদকে দুটি দর্শন করে। চক্ষু এতটাই ত্রুটিপূর্ণ যে, যখন তারা কোন বস্তু দর্শন করে, তারা দুটি দর্শন করে।

স্ত্রীলোক: না সেটি বিষমদৃষ্টি।

প্রভুপাদ : উহ্ হ্যাঁ।

স্ত্রীলোক: দৃষ্টিক্ষীণতা হচ্ছে যখন আপনাকে অত্যন্ত নিকটে দর্শন করতে হবে।

প্রভুপাদ: আমি বলেছি.. এটি দৃষ্টিক্ষীণতা নাও হতে পারে কিন্তু এক ধরনের ব্যাধি।

স্ত্রীলোক: বিষমদৃষ্টি, কেউ দর্শন করে, যদি কেউ দর্শন করে।

প্রভুপাদ: হ্যাঁ। কদাচিৎ ....

স্ত্রীলোক: বিষমদৃষ্টি, এক এ দুই দর্শন। বিষম দৃষ্টি।

প্রভুপাদ: হ্যাঁ।

স্ত্রীলোক: দুইয়ে। এটা কি এক প্রকার ব্যাধি?

প্রভুপাদ: হ্যাঁ। এটা ব্যাধি।

স্ত্রীলোক: চক্ষুতে।

প্রভুপাদ: কারণ, কারণ বস্তুটি এক কিন্তু আমার চক্ষুর ব্যাধিজনিত কারণে আমি এক বস্তুকে দুই দর্শন করি। সেটি একটি ব্যাধি এরকম একটি ব্যাধি রয়েছে। সুতরাং ....

স্ত্রীলোক: সাধারণত যারা পান করে।

প্রভুপাদ: যা হোক, সেটি একটি অস্বাভাবিক অবস্থা। অস্বাভাবিক অবস্থায় কদাচিৎ আমরা একটি বস্তুকে দুটি দর্শন করি। দুটিতে বিভক্ত সুতরাং এখন ঐ অজ্ঞানতা, আপনি কৃষ্ণে প্রয়োগ করতে পারেন না। কারণ তিনি সর্বত্র নিখুঁত। এবং তিনি যদি সর্বত্র নিখুঁত না হন, তবে তাঁর নির্দেশের কোন মূল্য নেই। ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন একজন ব্যক্তি নির্দেশ প্রদান করতে পারেন না। তাঁর নির্দেশ... এই সমস্ত বৈদিক পদ্ধতিই পরম্পরা। পরম্পরা পদ্ধতির অর্থ হচ্ছে আমি পথভ্রষ্ট হতে পারিনা। আমি কোন অপব্যাখ্যা তৈরি করতে পারি না। এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ (ভ.গী ৪/২)। আপনি চতুর্থ অধ্যায়ে খুঁজে পাবেন। এখন আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে অনুশীলন করছি। আপনি খুঁজে পাবেন যেমনটি আমরা ভগবদগীতার ভূমিকাতে ব্যাখ্যা করেছি কারণ.......যেমনটি আমি আপনার সাথে বার্তালাপ করছি। আমি একজন ত্রুটি পূর্ণ ব্যক্তি। আমি আপনাকে কোন জ্ঞান প্রদান করতে পারি না। আমি কোন জ্ঞান তৈরি করতে পারি না। যদি আমি তা করি, তাহলে আপনাকে প্রতারণা করা হবে। আমি আপনার সম্মুখে প্রকৃত জ্ঞান উপস্থাপন করতে পারি। আমি মূল লিপি হতে বিচ্যুত না হয়ে বোধগম্য উপায়ে ব্যাখ্যা করতে পারি। এখন, এখানে পরম পুরুষোত্তম ভগবান স্পষ্ট রূপে বলেছেন যে ন তু এব অহম জাতু (ভ. গী ২.১২)। অহম্। অহম্ অর্থ শ্রীকৃষ্ণ নিজে। এখন কদাচিৎ আমরা ব্যাকরণগত ভেলকি মূলক শব্দের চয়ন করি কিন্তু তা আমার বোধগম্য নয়। এখন অহম "নিজে" যখন আমি নিজে বার্তালাপ করি তখন অহম্ বা "নিজে" শব্দ আমার জন্য প্রযোজ্য। যখন আপনি বলবেন তখন অহম্ আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু আপনার ও আমার মধ্যে সাধারণ বোধগম্যতা থাকাকে নির্দেশ করে না, তাহলে আমি ....এখন আমি এবং আপনি এক হয়েছি। যখন আপনি কথা বলেন, আপনি বলেন, "আমি বলি" যখন আমি বলি, আমি বলি "আমি বলছি। এর অর্থ এই নয় যে, এই আমি এবং ঐ আমি একই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, ন তু অহম।

স্ত্রীলোক : অহ, হ্যাঁ

প্রভুপাদ : তিনি। এর অর্থ এই অহম, শ্রীকৃষ্ণ। এবং ন ত্বম্: "এবং তুমি" তার অর্থ অর্জুন। এবং এবং ন ইমে জনাধিপাঃ" এই সমস্ত রাজারাও না" তিনি সমস্ত ব্যক্তিদের তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন "আমি, তুমি এবং তারা" এবং আবার তিনি তা নিশ্চিত করেন, সর্বেঃ "সকলে"। তিনি কখনও সকলে একসাথে চিহ্নিত করেন না। তাই এটিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সংস্করণ। এখন আমরা যদি বলি যে আমাদের ব্যখ্যা অহম্, আমি, তুমি, এবং সে (পুং/স্ত্রী), বিভিন্ন দৃষ্টি, এর কারণ হচ্ছে আমাদের অজ্ঞতা। আপনি বলতে পারেন। যেহেতু আমি হচ্ছি অজ্ঞ, এটি হয়ত আমার দোষ, যে আমি আপনার থেকে ভিন্নভাবে দর্শোন করি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সেভাবে দর্শন করতে পারেন না। তিনি এই সকল অজ্ঞানতার উর্ধ্ব কারণ তিনি সর্বময় নিখুঁত। এবং আমরা পরম ভগবানকে সংজ্ঞায়িত করেছি যে, তিনি পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন। সুতরাং, তিনি পূর্ণ জ্ঞানী, পরম জ্ঞানী। তিনি, যদি পূর্ণজ্ঞানী পরম পুরুষোত্তম ....তিনি কোন ত্রুটি করতে পারেন না।

স্ত্রীলোক : না।

প্রভুপাদঃ তিনি কিভাবে ত্রুটি করতে পারেন? তাহলে পূর্ণ জ্ঞানের কোন অর্থ নেই। যদি আপনি পূর্ণ জ্ঞানী হন তাহলে আপনি কিভাবে ত্রুটি করতে পারেন? সুতরাং এটা হচ্ছে অজ্ঞানতা জনিত দ্বন্দ, কারণ তারা বলে যে, "আমরা অজ্ঞানতার জন্য দ্বন্দ দর্শন করি। সমগ্র, সবকিছুই এক," কিন্তু আপনি এই অজ্ঞানতা শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রয়োগ করতে পারেন না। অন্যথায়, তাঁর নির্দেশ সম্বলিত সম্পূর্ণ ভগবদগীতা, যা সমগ্র প্রামাণ্য, সমগ্র বিদ্বান কর্তৃক অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গৃহীত, তা অতিসত্বর পরিত্যক্ত হয়ে যায়। যদি প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীকৃষ্ণও ত্রুটি প্রবণ, বা তিনি ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন তাহলে সমগ্র বিষয় পরিত্যক্ত হয়ে যায়। সুতরাং এটা না, এমন নয়। (পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়)